শিভ্যালরী বলতে কী বোঝো ? তার বৈশিষ্ট্য লেখ।

শিভ্যালরী ছিল একটি " সামরিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা যার সদস্য নাইট নামে পরিচিত ছিলেন। এটা চার্চ কে এবং দুর্বল ও অত্যাচারিতদের রক্ষা করার শপথ নিয়েছিলেন"। শিভ্যালরী কে যথার্থই 'Flower of Feudalism' বলে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শিভ্যালরী বলতে একদল অশ্বারোহী সৈন্যদল কে বোঝাত। শিভ্যালরী শব্দটি ফরাসি শব্দ 'Cheval' থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ ঘোড়া। তাই শিভ্যালরী শব্দটি ফরাসি শব্দ 'Chevalier'; স্প্যানিশ শব্দ 'Caballers'; ইতালিয়ান শব্দ 'Cavaliere' এবং ইংরেজি শব্দ 'Cavalier' -র সমার্থক। কিন্তু ক্রমাগত শিভ্যালরী বলতে একটি প্রতিষ্ঠানকে বোঝাত যেটি সত্যতা, সততা এবং শিষ্টাচার এর মত নৈতিক গুণগুলি দ্বারা অলংকৃত হয়েছিল। এটি রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বিচারবিভাগীয় দিকসহ মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল এটি ছিল। এটি ছিল একটি মহত্ত্বের সংঘ কোন নির্দিষ্ট আকৃতি ছাড়া, কিন্তু এটি সদস্যদের সঙ্গে আচরণ বিধি এবং পেশাগত কর্তব্য যুক্ত ছিল।

বৈশিষ্ট্য :--
1) শিভ্যালরী একটি সামাজিক শ্রেণী, এক ধরনের যৌথ বা সংস্থা ভুক্ত জীবনে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু এটি ব্যবসায়ী সমবায় বা সংঘ গুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল।
2) এটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক ভাতৃসংঘ, যেটি কোন সীমানার বাধা মানত না। বংশানুক্রমিক সামরিক পরিষেবা ছিল এই অশ্বারোহী যোদ্ধাদের ভাতৃসংঘে প্রবেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা। সাধারণ সৈনিকদের বিশিষ্ট সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য তাদেরকে এই ভাতৃসংঘে অন্তর্ভুক্ত করে একসময় পুরস্কৃত করা হতো।

3) মধ্যযুগের ইউরোপে নাইটদের জীবনের আদর্শ ছিল 'lady-love'। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়, নাইট দের একজন প্রণয়ী থাকবে যে নাইটের ত্যাগ, বীরত্বের সাক্ষী থাকবে এবং তাকে অনুপ্রেরণা দেবে। প্রত্যেক সফল পুরুষের ক্ষেত্রে একজন নারীর অবদান থাকে বলে আধুনিক সময়কালে যে মত রয়েছে এখানে ও নাইটদের ক্ষেত্রে সেরকম বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। নাইট তার শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ও আত্মবিসর্জনের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় কালে প্রনয়ীর ভালোবাসার বিষয়টি স্মরণ করে নিজেকে গর্বিত মনে করত। 'lady-love' ছিল নাইটদের ভালোলাগা ও ভালোবাসার এক অনুভূতি বিশেষ।

4) মধ্যযুগের ইউরোপে নাইটদের যুদ্ধ ও অস্ত্র চালানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। কিন্তু বছরের সব সময় যুদ্ধ না থাকায় তারা যাতে যুদ্ধ পদ্ধতি বা অস্ত্র চালনা ভুলে যেতে না পারে তার জন্য যুদ্ধের মহড়া হিসেবে মহড়াযুদ্ধের আয়োজন করা হত। এই মহা যুদ্ধ কে বা এই ধরণের পদ্ধতিকে ' টুর্নামেন্ট' বলা হত। এই মহড়াযুদ্ধে দুইপক্ষ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকত এবং ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে বর্শা ছিল অন্যতম। বর্শা ছুড়ে যিনি অন্য প্রতিপক্ষকে ঘোড়ার থেকে নামতে বাধ্য করতেন, তাকে টুর্নামেন্টের বিজয়ী বলা হত। মধ্যযুগের ইউরোপে 'টুর্নামেন্টের' সূচনায় অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। পরবর্তীকালে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়। সামন্ত বা লর্ডদের আমোদ প্রমোদ হিসাবে 'টুর্নামেন্ট' দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিল।

5) একজন নাইটকে অবশ্যই "ভদ্র, সাহসী, শিষ্টাচারী, সত্যবাদী, পবিত্র, দয়ালু, অতিথি

সেবাপরায়ণ, প্রেমিকার প্রতি বিশ্বস্ত এবং ধর্মীয় কারণে ও যুদ্ধে তাঁর সঙ্গীদের রক্ষা করার জন্য সর্বদাই জীবনের ঝুঁকি নিতে হত"। জীবনের পবিত্রতার দ্বারা যিশুখ্রিস্টের সেবা করা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা বিশেষ করে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যারা পবিত্র স্থানগুলো দখল করেছিল- এই দুটি গুণ শিভ্যালরীর নীতি গুলির মধ্যে অপরিহার্য ছিল। Hallam সাহসিকতা, আনুগত্য, শিষ্টাচার এবং দয়াকেই একজন নাইটের মূল গুণাবলী হিসাবে জোর দিয়েছেন।

6) দ্বাদশ শতকে গঠিত শিভ্যালরীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্ত্রী জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

7) শিভ্যালরী তৎকালীন বর্বর সমাজের মানোন্নয়ন করেছিল এর উচ্চ '
সামন্ততান্ত্রিক - ধর্মীয় আদর্শ গুলি 'র দ্বারা।

8) সমাজের একটা বিশেষ সম্প্রদায় হিসাবে শিভ্যালরী প্রথা গড়ে উঠে ছিল। তবে তা অবশ্যই বনিক দের গিল্ড প্রথার মতো কোন যৌথ সংস্থা বলে বিবেচিত হতো না।

9) একজন নাইট একজন অভিজাত হতে পারত। কিন্তু শিভ্যালরীর তথাকথিত গুণাবলী না থাকলে একজন অভিজাত ' নাইট' হতে পারত না। রেমন্ড লালির ভাষায়- 'নাইট হলো এমন একজন মানুষ যে সম্মানের সঙ্গে কাজ করতো এবং আভিজাত্যপূর্ণ জীবন যাপন করত'।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--
1) শিভ্যালরীর উৎপত্তিগত ব্যাখ্যা দাও।
2) শিভ্যালরীর মূল আদর্শ গুলি কি ছিল ?
3) 'টুর্নামেন্ট' কি ?
4) 'Lady Love' বলতে কী বোঝো ?

সূত্র নির্দেশাবলী :--
1) মধ্যযুগের ইউরোপ (৮০০-১২০০ শতাব্দি) -- পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য।
2) মধ্যযুগীয় ইউরোপ (৮০০- ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ) -- জয়ন্ত বৈদ্য ও বিশ্বজিৎ রায়।
3) মধ্যযুগের ইউরোপ -- ড.অলোক কুমার চক্রবর্তী।